দুর্যোগের ঝুঁকি বোঝা

ভূমিকা: কোন এলাকায় কোন বিপর্যয় ঘটতে পারে তা বোঝা, কোন কোন এলাকায় বিপর্যয়ের কারণে স্থানীয়দের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে তা মূল্যায়ন করা এবং দুর্যোগের জন্য মানুষের প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পরবর্তীতে পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এমন বিভিন্ন মানবসংশ্লিষ্ট কারণ চিহ্নিত করার মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি নির্ধারণ করা হয়। প্রয়োজনীয় জ্ঞানের উপস্থিতি ও জরুরি সরবরাহের সংস্থান নিশ্চিত থাকলে, দুর্যোগের ঝুঁকি বোঝা ও সেসব অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে কোনো কমিউনিটির পক্ষে নিজেদেরকে রক্ষা করা ও নিজেদের মধ্যে দুর্যোগের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকরণ কার্যক্রম

সময়

৩০ মিনিট

জটিলতা

মাঝারি

সরঞ্জাম

ডিমের কার্টন, ২টি ডিম, ২টি পিংপং বল

ধাপ ১

- পরিস্থিতির প্রতীক হিসাবে একটি খালি ডিমের কার্টন নিন এবং দুর্বলতা প্রমাণ করতে নিন দুটি ডিম ও দুটি পিংপং বল।

ধাপ ২

- ডিমের কার্টনের এক প্রান্তে একটি ডিম ও একটি পিংপং বল রাখুন এবং কার্টনটি ঝাঁকিয়ে ভূমিকম্পের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করুন।

ধাপ ৩

- ভূমিকম্পে ডিম ও পিংপং বলের কী অবস্থা হয়েছে তা আলোচনা করুন। দুটিই একই রকম বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, তবে একটি দুর্বলতার কারণে ভেঙে গেছে এবং অন্যটি অক্ষত থেকেছে।

ধাপ ৪

- অবশিষ্ট ডিম ও পিংপং বলটিকে ডিমের কার্টনের মাঝে রাখুন এবং কার্টনটি ঝাঁকিয়ে ভূমিকম্পের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করুন।

ধাপ ৫

- এই পরিস্থিতিতে ডিম ও পিংপং বলের কী অবস্থা হয়েছে তা আলোচনা করুন। কার্টনের মাঝখানে সুরক্ষিত থাকার কারণে ভূমিকম্পের প্রভাব কম অনুভূত হওয়ায় এবার দুর্বল ডিমটিরও কোনো ক্ষতি হয়নি।